শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

২০২১ । সংখ্যা-১৭

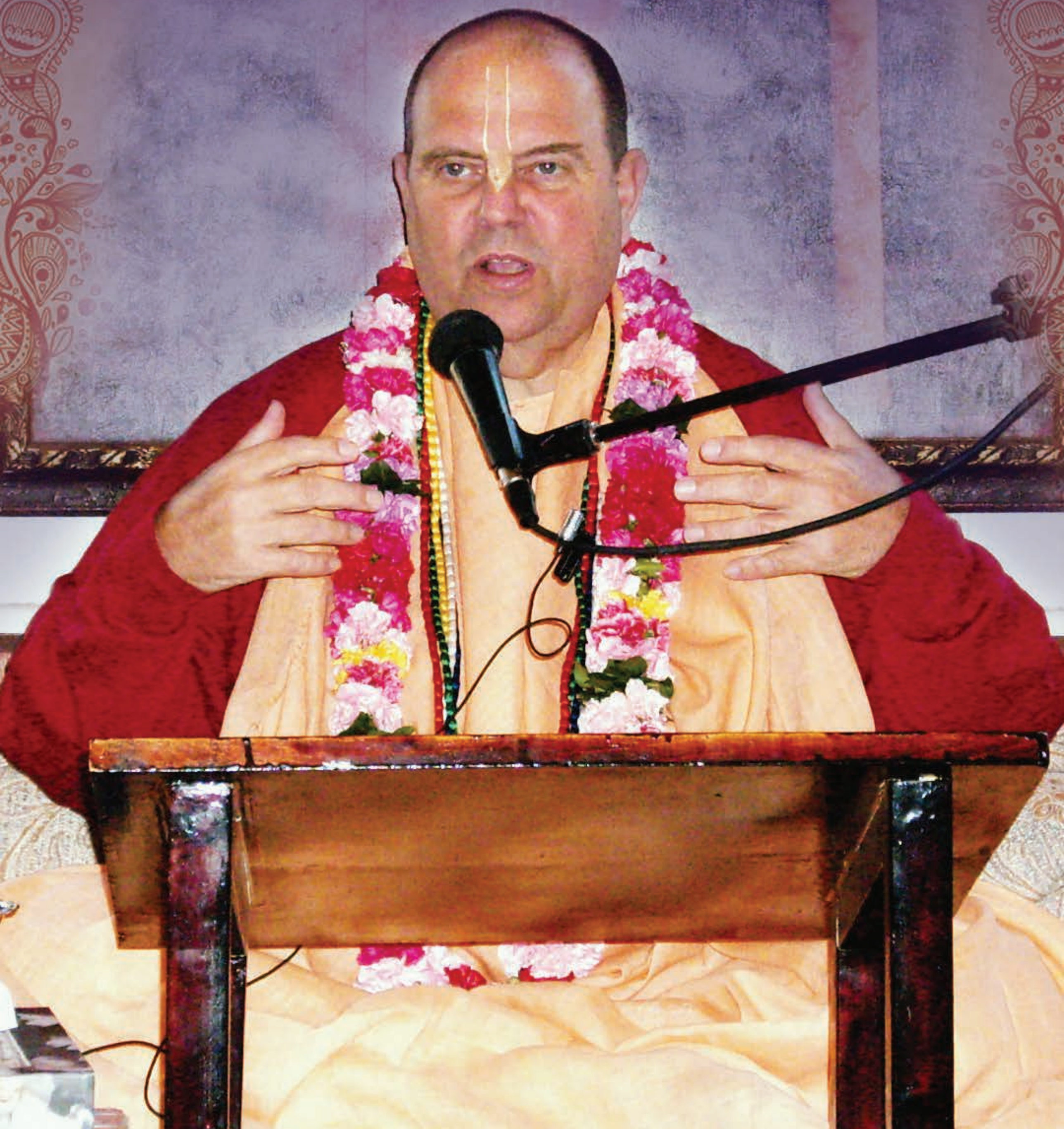

শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী
গুরুমহারাজের শিষ্যবৃন্দ এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য

এক মূর্খ শিষ্যের কাহিনী

শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরুমহারাজ

কৃষ্ণভাবনাময় বাণী সম্বলিত একটি মজার কাহিনী বিবৃত করছেন

একবার এক গুরু ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর শিষ্য। চলতে চলতে একটা কাপড় পড়ে যায়। গুরু তাঁর শিষ্যটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার কাপড়টা কোথায়?

"পড়ে গেছে," শিষ্যটি বলল। "কেন তুমি কুড়িয়ে নাওনি?" জানতে চান গুরু।

"আপনি তো আমাকে ওটা তুলে নিতে বলেননি। আপনি যা বলবেন, তাই তো করব," জবাব দেয় শিষ্যটি।

"এটাও কি তোমাকে বলে দিতে হবে যে, ঘোড়া থেকে একটা কাপড় পড়ে গেলে, তুমি অবশ্যই তুলে দেবে?"

"গুরুদেব, আপনি না বললে তো জানতে পারব না। কৃপা করে বলে দিন আমার কি কি কাজ করতে হবে?"

"বেশ, ঠিক আছে! ঘোড়া থেকে যা কিছু পড়ে যাবে, তুমি নিশ্চয়ই তুলে নিয়ে আমাকে দেবে।" আবার তারা চলতে থাকল।

খানিক পরে ঘোড়াটি বিষ্ঠা ত্যাগ করল। শিষ্যটি তখনই ঘোড়ার থেকে যে বিষ্ঠা পড়ল, তা তুলে নিয়ে গুরুকে দিল, "এই নিন, গুরুদেব।"

"এ কী?" গুরু চমকে উঠলেন। "ঘোড়ার বিষ্ঠা।" "ও আমি চাইনি!"

"কিন্তু এটা তো ঘোড়া থেকে পড়ল। আপনি যে আমাকে বললেন, যা কিছু ঘোড়া থেকে পড়ে যাবে, তা তুলে নিয়ে আপনাকে দিতে হবে। তাই তো আপনাকে এটা দিচ্ছি।"

"আমি এই বিষ্ঠা চাইনি!"

"এ তো ভারি গোলমেলে হল, গুরুদেব। একবার আপনি বলেন, "ঘোড়া থেকে যা কিছু পড়ে যাবে, সব তুলে নাও, আর তারপর বলছেন, বিষ্ঠা তুলো না। এ কেমন হল? এ আমার কাছে ভারি ধান্দা লাগছে। দয়া করে আমাকে লিখে দিন না–কি কি জিনিস আমাকে তুলে নিতে হবে।"

তাই গুরু একটা ফর্দ লিখে তাকে দিলেন। জামা, চাদর, ধুতি, থলি, ইত্যাদি। যা কিছু পড়ে গেলে তাকে তুলে নিতে হবে, তার একটা পুরো ফর্দ তিনি তাকে করে দিলেন। "এই ফর্দে যা নেই, তা তুলো না," তিনি বলে দিলেন।

যেতে যেতে হঠাৎ কতকগুলো শেয়াল ছুটে এল আর তাতে

ঘোড়াটী ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠতেই গুরু ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। জ্ঞান হারিয়ে তিনি মাটিতে পড়েই থাকলেন। শিষ্যটি তাড়াতাড়ি তার সেই ফর্দটি বার করে তুলে নিতে থাকল ও জামা, চাদর, ধুতি, থলি, ইত্যাদি... আর সেই সব কিছু ঘোড়ার ওপরে রেখে দিল। বেচারি গুরু জ্ঞানহারা হয়ে মাটিতে পড়েই থাকলেন।

অবশেষে গুরুর চেতনা ফিরে এলে তিনি দেখলেন, একেবারে দিগম্বর হয়ে তিনি পড়ে আছেন। "কি হল? আমাকে এখানে ফেলে রেখেছ কেন? আমাকে তোলনি?"

"ফর্দে তো আপনার নাম নেই, গুরুদেব। ফর্দে আপনি যা যা লিখে দিয়েছেন, প্রতিটি জিনিস আমি ঘোড়ার পিঠে বোঝাই করে রেখেছি!"।

এই হল এক শিষ্য যে নীতিকথা মেনে চলে অক্ষরে অক্ষরে, কিন্তু গুরুর অভিলাষ বুঝে নিতে পারে না। গুরু আসলে কি চান, কি তাঁর বাসনা, তা বোঝার জন্য আমাদের কাণ্ডজ্ঞান কাজে লাগাতে হবে।

একবার আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়েছিল, যখন আমরা মায়াপুরে সুদীর্ঘ ভবনটি তৈরি করছিলাম। স্থপতি নকশা দিয়েছিল, তাতে ছিল সাতফুট ভিত্তিমূল। ভিত্তিমূল হল ভিত্তি, যেটা মাটি থেকে সাতফুট উচু হয় আর রাবিশ দিয়ে ভরাট করতে হয়। শ্রীল প্রভুপাদ সেটা দেখে বলেছিলেন, "অত টাকা খরচ করছ কেন?

সাত ফুট রাবিশ! ওটা আর এক ফুট উঁচু করে এক তলার মতো বানিয়ে নাও।" কিন্তু তার আগেই পুরো দেওয়ালটার সাতফুট গাঁথা হয়ে গেছে। সমস্যা হল কিভাবে ঐ ঘরগুলো কাজে লাগবে। "তোমরা ওপরে ডালা দরজা বানিয়ে নাও," তিনি বলেছিলেন, "সিঁড়ি লাগিয়ে নিচে নামা যাবে। প্রত্যেকটা ঘরের ওপরে ডালা দরজা থাকবে আর ওগুলোই হবে নিচের তলা।"

আমি তখন এটার কি উপযোগিতা, তা চিন্তা করছিলাম, কারণ ওগুলো ব্যবহার করা তো কষ্টকর হবে–সিঁড়ি আর ওপরদিকে ডালা দরজা। শ্রীল প্রভুপাদের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করলাম যে, প্রত্যেকটা ঘরে একটা করে দরজা লাগিয়ে দিই, আর তা হলে ওটা একটা পৃথক তলা হয়ে যেতে পারবে। তখন প্রভুপাদ জিজ্ঞাসা করলেন, "দরজাগুলো কেমন করে লাগাবে?

"শুধু ভেঙে দিয়ে একটা করে গর্ত করে দেব দেওয়ালে," আমি বলেছিলাম।

"তুমি কৃষ্ণের দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলতে চাও, তোমার মাথাটা তা হলে ভাঙো!" বলেছিলেন শ্রীল প্রভুপাদ। আমি শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে কাজ করছিলাম, এবং আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর ইচ্ছা ছিল অর্থ সাশ্রয় করা। তিনি কৃষ্ণের অর্থ অপচয় হতে দিতে চাননি। তখন আমি প্রভুপাদের কাছে গিয়ে বিনীতভাবে বলেছিলাম, "শ্রীল প্রভুপাদ, ওপরে ডালা দরজা লাগানো আর সিঁড়ি খাটানোর

চেয়ে যদি দেওয়ালটা ভেঙে আর ভাঙা ইটগুলি খসিয়ে ফেলি তাতে কম খরচ হয়, তা হলে কি চলবে?”

“তাতে যদি কম খরচ হয়, তা হলে ভাল,” তিনি বললেন, “কিন্তু আমরা কাজ বন্ধ করব না। কাজ ঠিকমতো চলা চাই।”

আমরা দু’দফায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম, সারা দিন আর সারা রাত ধরে। প্রতি ৪৫ থেকে ৬০ মিনিটের মধ্যে ওরা একটা করে নতুন ডালা-দরজা করে ফেলছিল। কোনও হিসেব কষেও দেখিনি তখনও, কাছে ছিল কেবল একটা স্লাইড-রুলার । আমরা কষে বার করতে চাইছিলাম পঁচাত্তরটা দরজা, পঁচাত্তরটা ডালা-দরজা, পঁচাত্তরটা জানলার খরচ কত পড়বে, আর তার পরে ইটের অপচয়, নতুন ইটের খরচ, আর এমনি সব কিছুর দামই-বা কত হবে। তারপরে পুরো রিপোর্টটা নিয়ে আমি ফিরে এলাম—এই সব কিছু করতে এত হাজার টাকা লাগবে... আর এত লাগবে দরজা তৈরি করতে আর এতগুলো ইট নষ্ট হবে এবং অমনি সমস্ত হিসাব। দেখলাম, সারা বাড়িটার জন্যে মোটমাট ৫০০০ টাকা সাশ্রয় করতে পারব, যদি আমরা দরজা লাগানো ঠিক করি। ততক্ষণে ওদিকে নটা ডালা-দরজা তৈরি শেষ। তখন শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, “বাকিটাতে তোমরা দরজা লাগাতে পার, যে গুলোতে ডালা-পাল্লা লাগানো হয়ে গেছে, সেগুলো থাকুক।”

এবার আমি কৃষ্ণকৃপায় বুঝতে পারলাম যে, প্রভুপাদের অভিলাষ ছিল টাকার সাশ্রয় করা, কৃষ্ণের অর্থের অপচয় না করা। আমরা শুধু

করব আর ভাঙব, এটা তিনি চাননি। তাতে তিনি মর্মাহত হতেন, কারণ সবই কৃষ্ণের কাছ থেকে বহু কষ্টে অর্জিত লক্ষ্মী সম্পদ। যখন আমি তাঁর বাসনা উপলব্ধি করতে পারলাম, তিনি তখন আমাকে বলেছিলেন, "ঠিক আছে, এই ভাবে বরাবর যদি তোমরা টাকা বাঁচিয়ে চল, তো খুব ভাল। আমরা ভুল করে ফেলছি বলে কৃষ্ণের টাকার অপচয় করতে তো পারি না।"

যদি আমরা বুঝতে পারি গুরুর কি বাসনা, কি তাঁর উদ্দেশ্য, তখন সেই নীতি কাজে লাগিয়ে, তুমি আন্দাজ করে নিতে পার গুরু কি চান। ভগবৎ-সেবার ক্ষেত্রে, নীতিসূত্রগুলি বুঝতে পারাটাই বেশি প্রয়োজন, কারণ ঐসব নীতিসূত্রগুলি নানা উপলক্ষ্যেই প্রয়োগ করা যায়। ঘোড়ার পিঠে গুরুকে নিয়ে শিষ্য কোনও নীতি কাজে লাগাতে পারেনি, সে কেবল নিয়ম মেনেই চলেছিল। নীতিটা ছিল গুরু আর তাঁর যা কিছু জিনিসপত্রের সুরক্ষা করতে হবে। শুধুমাত্র অক্ষর ধরে বুঝতে গেলে চলবে না। মূল ভাবার্থ বা তাৎপর্য কিংবা অভিলাষটুকু আমাদের বুঝে নিতে হবে।

যখন আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সাথে কাজ করতাম, তিনি আমাদের এইভাবেই শিক্ষা দিয়েছিলেন-প্রকৃত উদ্দেশ্যটা কি, তা দেখতে হবে। সেই স্তর অবধি আমাদের আত্মসমর্পণ করে থাকতে হবে, না হলে অগ্রসর হতেই পারব না। যদি কেবলই অক্ষরে অক্ষরে নীতি মেনে তুমি চলতে চাও, তা হলে তোমার কেবলই ভুল হতে থাকবে।

তোমাকে দেখতে হবে, কি তাঁর বাসনা, আসলে তিনি কি চান। সেটা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। ভক্তকে জানতে হবে গুরুদেবের কি উদ্দেশ্য, এবং তা হলে সেই উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য সেবাকার্যের প্রচেষ্টায় নামতে পার,—কেবল অক্ষর মেনে চললেই হল না।

তথ্য সূত্র: শ্রীগুরু মুখ পদ্মবাক্য, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা: ৩১

শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

জে.পি.এস আর্কাইভস

ফ্ল্যাট এস-১, তৃতীয়তল, প্রভুপাদ নিবাস, অভয়নগর,

পোঃ- শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩১৩।

magazine.jpsarchives@gmail.com

+919681916108

www.jayapatakaswamiarchives.net